সংবাদ

তারিখ ... 01 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

২২ শিক্ষা

ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না দিলে আন্দোলন

সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি শিক্ষকদের ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির জন্য সরকারকে আবারও ৭ দিনের আল্টিমেটাম দিয়েছেন শিক্ষকরা। এ সময়ের মধ্যে তাদের মুক্তি দেয়া না হলে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকরা। প্রয়োজনে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে নতুন প্লাটফরমের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির জন্য সম্মিলিত আন্দোলনে যাবেন তারা।

গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির কার্যালয়ে মুক্তি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৫

মুক্তি : ছাত্র-শিক্ষকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এক সংবাদ সম্মেলনে এসব জানান। শিক্ষকরা বলেন, কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়ে শিক্ষক সমিতির নেতারা ও সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে কোন দ্বিধাবিভক্তি নেই। শিক্ষকরা ঐক্য বিনষ্টের পক্ষে নন। বিচ্ছিন্ন নন, একত্র হয়েই ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির জন্য আন্দোলনে যাবেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ, অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক আতারুজ্জামান, অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ, অধ্যাপক অহিদুজ্জামান খান, অধ্যাপক কেএম সাইফুল ইসলাম খান, অধ্যাপক রহমত উল্লাহ, জিনাত হুদা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ বলেন, শিক্ষকরা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চান। তাদের আন্দোলন কর্মসূচি কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির জন্য, সরকারকে উচ্ছেদ করা কারও উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক। তিনি বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির জন্য শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বকে পেছন থেকে দড়ি দিয়ে টানা হচ্ছে।

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমরা চাই আগস্টের ঘটনায় সব মামলা প্রত্যাহার করে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া হোক। যেহেতু মামলার বাদি সরকার, তাই সরকার ইচ্ছা করলেই মামলা যে কোন সময় প্রত্যাহার করতে পারে। এতে আইনি প্রক্রিয়ায় কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। মামলা প্রত্যাহার করে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তিই ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার সর্বোত্তম পন্থা বলে মনে করেন তিনি।

অধ্যাপক আখতারুজ্জামান জানান, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৫ জানুয়ারি কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ওই সময় পর্যন্ত বর্তমান কমিটি কাজ করে যাবে। এতে গঠনতন্ত্রের কোন ব্যত্যয় ঘটবে না।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষক সমিতির ইতিহাসে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে কখনও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু এবারই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। জানা গেছে, শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বারবার নির্বাচনের কথা বলা হলেও কার্যকরী পরিষদ তা আমলে নেয়নি। এ ঘটনায় সাধারণ শিক্ষকরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।